দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 5 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

[illegible]

'স্যার বলেছেন একটু চেষ্টা করলেই কাজটা হয়ে যাবে'

নিপা চৌধুরী

সরেজমিন

শিক্ষা ভবনে সময়ক্ষেপণ, তদবির ও হয়রানি কমেনি। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষকরা তাদের প্রয়োজনীয় কাজ সারতে মাউশির তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। সরাসরি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে না গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কাছে শিক্ষকরা গোপনে তুলে দিচ্ছেন তদবিরের ফিস। কারণ একটাই- তা হলো মাউশির কর্মকর্তা আগের চেয়ে এখন বেশ সর্তক। ঘুষ বা উপঢৌকনের অভিযোগে নিজেকে জড়াতে চান না। তাই কাজের বিনিময়ে নিজের হিস্যা নেয়ার কাজটা সারছেন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ব্যবহার করে। বিভিন্ন কাজের তদবির ও কাজ অনুযায়ী ফিস নেয়া হয় জনপ্রতি দুই হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা। শিক্ষা ভবনের এ অবস্থা গত দুইদিন (সোম ও মঙ্গলবার) শিক্ষা ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা এবং ভবনের নিচে অপেক্ষমান রুমে ঘুরে জানা গেছে। এ দুইদিন আগত ১০-১২ জন শিক্ষকের সাথে কথা বলেও জানা গেছে, তারা কেউ (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার) টাইম স্কেল, পিটিআই স্কেলের আবেদনের ফরম জমা দিতে এসেছেন। কেউ আবার জমা দেয়া আবেদন মঞ্জুর হয়েছে কিনা তা জানতে এসেছেন। টাইম স্কেল নিয়ে স্কুল বা কলেজের নাম বলতে শিক্ষকদের মধ্যে জড়তা দেখা যায়। তাদের ভয় নিজেদের নামসহ স্কুল' কিংবা কলেজের নাম প্রকাশ পেলে হয়তো টাইম স্কেল প্রাপ্তি আরো পিছিয়ে যাবে কিংবা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বেশিরভাগ শিক্ষকই নাম প্রকাশে ছিলেন অনিচ্ছুক।

নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার লোকমানপুর মহাবিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক গতকাল শিক্ষাভবনে আসেন। তিনিসহ তার কলেজের আটজন প্রভাষক ও একজন অফিস সহকারীসহ মোট নয়জনের টাইম স্কেলের আবেদন ফরমসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে গেছেন গত রোববার। গতকাল জানতে এসেছেন তারা টাইম স্কেলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন কি না। অপেক্ষমান রুমে চার ঘণ্টা অপেক্ষার পরও তাদের কথাটি জানতে

পৃঃ ১২ কঃ ৪

স্যার বলেছেন একটু চেষ্টা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেরি হয়েছে। প্রভাষক জানান, এ কাজের জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে হবে। লেনদেনের হিসাবটা পিয়নদের সঙ্গে হবে। তারাই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা কাজটি তাড়াতাড়ি করে এনে দেবেন। এতে টাকা খরচ হলেও ক্ষতি নেই। কারণ টাইম স্কেলটা পেলেই আমাদের বর্ধিত টাকা পেয়ে যাবো। তিনি বলেন, এখানে আগে ঘুষ সরাসরি নেয়া হতো। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা খোলামেলা টাকার হিসাবটা বুঝে নিতেন। কিন্তু এখন তারা সর্তক হয়ে গেছেন। তারা খুব গোপনে এই উপঢৌকন গ্রহণ করছেন।

সোমবার পাবনার চাটমোহর থেকে আগত শিক্ষক আঃ হাবিব বলেন, তিনি সেখানকার একটি বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনিসহ চার শিক্ষকের টাইম স্কেলের কাগজপত্র ঠিক করতে জনপ্রতি দুই হাজার টাকা করে মোট আট হাজার টাকা দিতে হয়েছে দালালকে। জানুয়ারিতে টাইম স্কেলের কাগজপত্র জমা দিয়ে গেছেন। কাজটা হয়ে গেছে। আগামী মাসে টাইম স্কেলের বর্ধিত টাকা তারা ভোগ করতে পারবেন।

ফরিদপুর থেকে এসেছেন শফিকুল আলম। তিনি ফরিদপুর সদর থানার একটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তিনি কয়েক মাস আগে পিটিআই কোর্স করেছেন। তাই পিটিআই স্কেল-এর বেতনের সুবিধা ভোগ করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে গেছেন গত ডিসেম্বরে। তার কাগজ আটকে আছে। সংশোধন করতে হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের টাকা সরাসরি চাইতে লজ্জা লাগে, কিন্তু গোপনে টাকা নিতে লজ্জা লাগে না। পিয়নের সঙ্গে কথা হয়েছে তিন হাজার টাকা লাগবে। টাকাটা দিলেই দুই মাসেরও কম সময়ে কাজটা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, টাকা এত দিন দেইনি তাই আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্রের মধ্যে ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছে। কাজটা সারতে তাই বিলম্ব হয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকার বোরহানউদ্দিন গ্র্যাজুয়েট কলেজের একজন প্রভাষক 'বেসরকারি কলেজ শাখা-৩' এর সহকারী পরিচালকের সংশ্লিষ্ট পিয়নের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন যে, 'স্যার বলেছেন চেষ্টা করলেই কাজটা হয়ে যাবে'। প্রভাষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, টাইম স্কেলের জন্য তাকে কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। নভেম্বরে তিনি কাগজপত্র জমা দিয়েছিলেন। লেনদেনের টাকাটা দেয়া হয়ে গেছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে কাজটা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'দ্রুত কাজ করতে চাইলে টাকা খরচ না করলে হয় না'।

বেসরকারি কলেজ ও স্কুলের টাইম স্কেলের জন্য প্রায় দেড়শ' থেকে দুইশ' শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রতিদিন দুতলা ও তৃতীয় তলায় ভিড় করতে দেখা যায়। বেসরকারি কলেজ শাখা-৩ এর ৩২০নং কক্ষের সংশ্লিষ্ট পিয়ন (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানান, টাইম স্কেলের কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে ও কর্তৃপক্ষের সই নিতে এবং প্রয়োজনীয় কাজ সারতে তিন হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। এই টাকার ভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকলেই পাবে। তবে সরাসরি যদি কেউ পরিচালকের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে কাজ করে থাকে সেক্ষেত্রে টাকা পাওয়া যায় না।

গতকাল বরিশালের মুলাদী থেকে শিক্ষা ভবনে এসেছেন আশরাফুল ইসলাম। তার স্ত্রী মুলাদীর একটি কমিউনিটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। স্কুলটি গত বছর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছিল। এবছর জানুয়ারি থেকে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠদান শুরু হয়েছে। কিন্তু বেতন পূর্বের নির্ধারিত ১৮৮০ টাকাই রয়ে গেছে। কিন্তু আশরাফুল ইসলামের স্ত্রীর বর্তমানের নির্ধারিত বেতন হচ্ছে চার হাজার ৭০০ টাকা। তবে বর্তমানে তিনি এই টাকা পাচ্ছেন না। বরিশাল জেলা শিক্ষা অফিসাররাও জানাতে পারেননি কি কারণে তাকে পূর্বের বেতন দেয়া হচ্ছে। তিনি এই তথ্য জানতে শিক্ষা ভবনের পঞ্চম তলায় গিয়েছেন ৫ থেকে ৬ বার। তারপরও তাকে পরে আসতে বলা হয়েছে।

মাউশির কলেজ ও এডমিন-এর ডিরেক্টর প্রফেসর দীপক কুমার নাগ ইনকিলাবকে বলেন, ঘুষের কোনো ধরনের সরাসরি অভিযোগ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে সরাসরি শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রত্যেকের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। ফাইল আটকে রেখে কোন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ মেনে নেয়া হবে না। কারো কোনো অভিযোগ থাকলে আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কারো জন্য বাধা থাকবে না। আমি মাত্র দুই সপ্তাহ হলো এই পদে এসেছি। আমি চেষ্টা করবো সব দিকে নজর রাখতে।